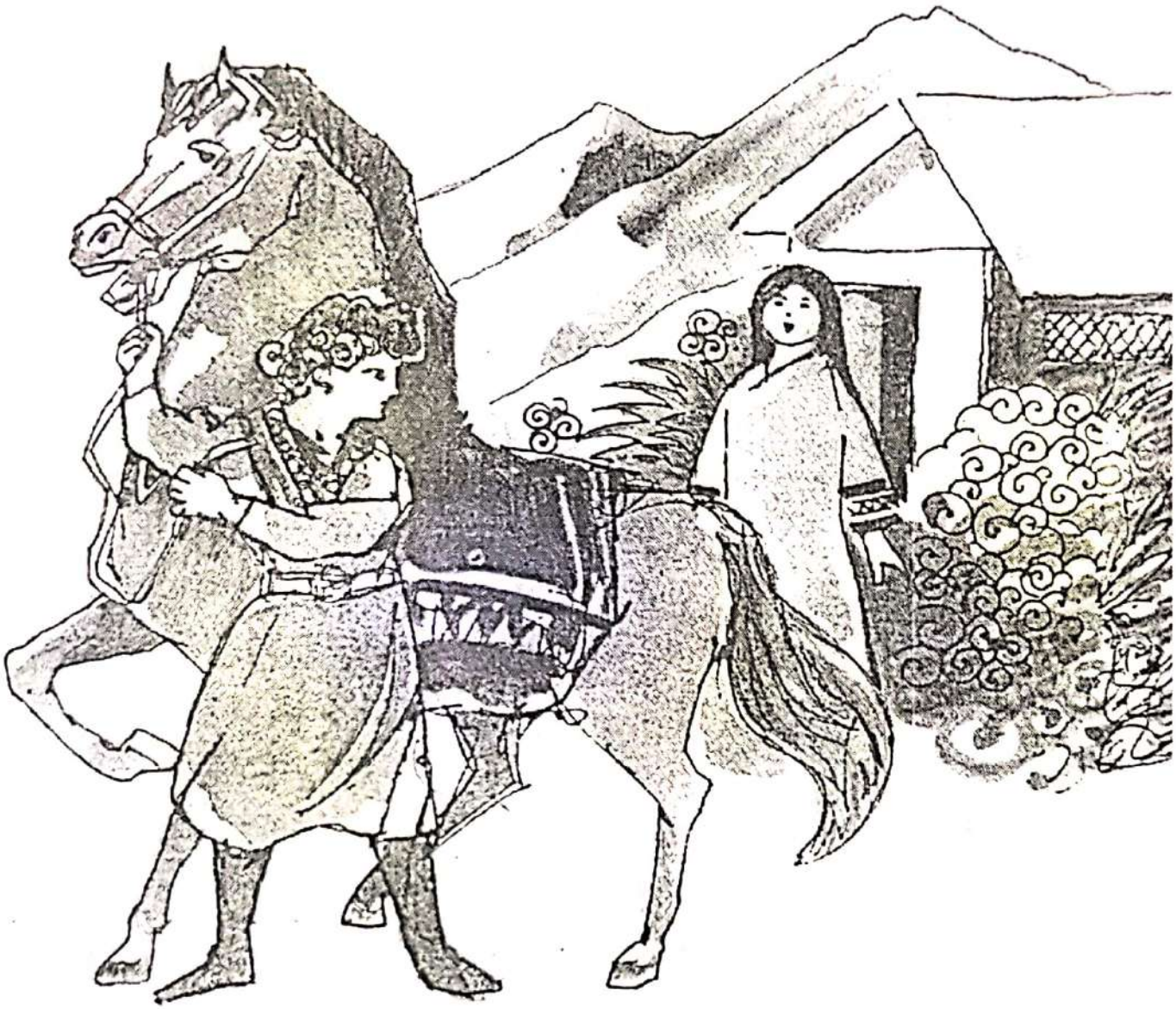

পুতুল পরীর গল্প

অনেক দিন আগের কথা। বিশাল এক সাম্রাজ্যের বাদশাহ শাহরিয়াজ ছিলেন একজন সুন্দর মনের মানুষ। ধন-দৌলতের অভাব ছিলো না তাঁর। প্রজাদের হাসি-আনন্দের জন্য তিনি ব্যয় করতেন অঢেল টাকা-পয়সা। নিজেও আপন রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন।

একবার বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার প্রাক্কালে বাদশার সামনে এসে দাঁড়ালো দুই শাহজাদী। বাদশাহ তাদের দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে বললেন, বলো, তোমাদের কার জন্য কী আনতে হবে। মেঝো বেগমের কন্যা জান্নাত বললো, আমার জন্য এমন একটি পোশাক আনবেন যা পরলে অন্ধকার রাতেও আমার চারপাশে জোছনার মতো এক আলো ছড়িয়ে পড়ে। ছোট বেগমের কন্যা সাহেবিনা বললো, আমার জন্য এমন একটি আতর আনবেন যার গন্ধ অনেক দিন পর্যন্ত কাপড়ে লেগে থাকে।

বাদশাহ তখন আরো কাউকে দেখার জন্য ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন কিন্তু কাউকে তিনি দেখলেন না। অবশ্য বড় বেগমেরও একটি মেয়ে আছে– তার নাম মাহিতুর। এই মাহিতুর বাদশাহের বড় বেগমের সন্তান এবং বড় আদরের। হলে কি হবে; মেঝো বেগম আর ছোট বেগমের কারণেই বড় বেগম আর শাহজাদী মাহিতুর সবার দৃষ্টির আড়ালে অনাদরে অবহেলায় দিন যাপন করে। অধিকারের কথা না ভেবে এখন শুধু বাদশাহ এবং প্রাসাদের শান্তির জন্যই তারা নিজেরাই দূরে দূরে থাকে।

প্রাসাদের বাইরে জোড়া গাড়ি প্রস্তুত। বাদশাহের পরিষদবর্গ বাদশাহকে বিদায় জানাতে অপেক্ষায় রয়েছেন। বাদশাহ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় লম্বা বারান্দার বড় একটি থামের আড়ালে কাউকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তখনই কেউ একজন বাদশাহকে সালাম জানালো। বাদশাহ সালামের জবাব দিয়ে বললেন, মা মাহিতুর! তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? মাহিতুর বললো, না আব্বাজান। আপনি বিদেশ যাচ্ছেন তাই বড় দেখতে ইচ্ছে করলো।

তোমার মা কোথায়?

মা– আপনার জন্য দোয়া করছেন।

তোমার জন্য কি কিছু নিয়ে আসবো?

না– আমার কিছু লাগবে না। আপনি ভালোভাবে ফিরে এলেই আমি বেশী খুশি হবো।

বাদশাহ মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। নিজের চোখের পানি মুছে বললেন, আমি দোয়া করি, তুমি যেনো একদিন এ রাজ্যের সকল প্রজাদের মা হতে পারো।

বলেই বাদশাহ সামনে পা বাড়ালেন। মাহিতুরও চোখের পানি মুছে মাথায় ওড়না টেনে চলে গেলো তার মায়ের কাছে।

বাদশাহ শাহরিয়াজের এই বড় বেগম কোনো বাদশার কন্যা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষকের মেয়ে। শিক্ষক তার পরিশ্রমের অর্থে সংসার চালাতেন। বিনা পরিশ্রমের ধনকে তিনি কখনো হালাল মনে করতেন না। যে কারণে জ্ঞানের সম্পদ ছাড়া ভোগ-বিলাস করার মত সম্পদ তার ছিলো না। বাদশাহ শাহরিয়াজ যখন ছোট তখন থেকেই এই শিক্ষকের কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা। শিক্ষকের ছিলো একটি মাত্র মেয়ে। নাম, লতিফা বানু। লতিফা বানু ছিলেন ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানী এবং গুণবতী। বাদশার প্রাসাদ থেকে বেশ খানিকটা দূরেই ছিলো একটি ছোট্ট নদী। আর সেই নদীর ধারেই ছিলো– শিক্ষকের ছোট্ট একটি বাড়ি।

তখন কিশোর শাহরিয়াজ প্রায়ই ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বের হতো। নদীর তীর ধরে চলে যেতো– দিগন্ত জোড়া মাঠের শেষ সীমানায়। একদিন ফিরে যাওয়ার পথে নদীর ধারে তার শিক্ষককে দেখতে পেলো। ঘোড়া থেকে নেমে শিক্ষকের কুশলাদি জানার পর, শিক্ষকের বসবাস করা বাড়িটিও সে দেখলো। সব দেখে-শুনে মনে মনে বেশ ব্যথিত হলো শাহজাদা। কারণ, তার শিক্ষকের মতো এমন একজন জ্ঞানী মানুষ এমন সাধারণ একটা গৃহে বাস করে! এ যেনো একেবারেই বেমানান। শাহরিয়াজ এ প্রসংগে কোনো কথা না বলে ফিরে গেলো প্রাসাদে।

একদিন সুযোগ বুঝে শাহজাদা শাহরিয়াজ বাদশাকে কথাটা বললো। বাদশাহ বললেন, পৃথিবীর সব মানুষকে এক রকম করে সৃষ্টি করেননি আল্লাহ তায়ালা। যা কিছু ভালো-শিক্ষক শুধু সেটাই বোঝেন। জ্ঞানী মানুষরা ঠকতে ভালোবাসেন। পাওয়ার চাইতে দেয়াতেই তাদের আনন্দ। অর্থ নেই বলে কেবলই জ্ঞান দান করেন। তবে তিনি যদি কখনো আমার কাছে তার প্রয়োজনের কথা বলেন তাহলেই আমি দিতে পারি।

তারপর শাহরিয়াজ বেশ চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলো। কোন্ পথে কি ভাবে– এই সমস্যার সমাধান করা যায় তা নিয়ে ভেবে ভেবে শেষে একদিন শিক্ষককে বললো, উস্তাদজি, আপনি আব্বা হুজুরকে আপনার অভাবের কথাটা বলুন।

শিক্ষক অবাক হয়ে বললেন, আমার তো কোনো অভাব নেই। তিনি দেশের বাদশাহ, সুতরাং প্রজাদের ভালো মন্দের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব তার। তুমি আমাকে বেশী ভালো জানো বলেই তোমার মতো করে আমাকে দেখতে চাও। কিন্তু তুমি ভুলে যেয়ো না যে, আমি একজন শিক্ষক আর তুমি শাহজাদা।

শাহরিয়াজ শিক্ষকের মন্তব্য শুনে বলার কিছুই না পেয়ে লজ্জায় ব্যর্থতায় দূরে কোথাও গিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইলো। একাকিত্ব মনটাকে স্বাভাবিক করার জন্য দূরের এক উঁচু পাহাড়ের দিকে সে ঘোড়া ছুটালো।

নিঝুম পরিবেশ। পাহাড়ের পাদদেশে একটি গাছের সাথে ঘোড়াটা বেঁধে রেখে শাহরিয়াজ বড় বড় পাথরের উপর পা– ফেলে উঠে গেলো অনেক উপরে। হঠাৎ তার চোখে পড়লো– ছোট্ট ঝর্না ধারা। ঝর্নাটা যেনো– খুব গোপনে সবার দৃষ্টির আড়ালে আপন মনে কল কল শব্দে ঝরে পড়ছে। তার কোনো দুঃখ নেই– নেই কোনো চাওয়া-পাওয়া। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো শাহজাদার। বড় বড় পাথরের ছায়ায় পাথরের উপর নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিলো। চোখে ভাসলো বিশাল আকাশ। মনটা যেনো কেমন করে উঠলো। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে হঠাৎ তার চোখের পাতায় নেমে এলো শান্তির ঘুম।